নতুন এ সিদ্ধান্তের ফলে লাখ লাখ পরীক্ষার্থী, শিক্ষক ও তাদের অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার নিরসন হলো। এতদিন এ পরীক্ষা নিয়ে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা ছিল। পরীক্ষা হবে কি হবে না, হলে কবে কখন হবে, কীভাবে করোনার মধ্যে পরীক্ষা হবে- এসব নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। এখন তার সমাধান হলো। এই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কীভাবে করা হবে, সেই প্রশ্নেরও জবাব মিলল। এই শিক্ষার্থীরা আগের দুটি পাবলিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই দুটি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন করা হবে। যেকোন সার্বিক সিদ্ধান্তেই কারো উপকার কারো ক্ষতি হবে এটা স্বাভাবিক ।তবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও পরীক্ষা নিয়ে ভর্তি করালে আশা করা যায় প্রকৃত মেধাবীরা বঞ্চিত হবে না।

সেই সাথে এস এস সি ও এইচ এস সির জি পি এ অনুসারে ভর্তি পরীক্ষায় যে মার্ক বরাদ্দ থাকে সেটাও কিছু কমানো দরকার। তাহলে আশা করি প্রকৃত মেধাবীরা একেবারে হতাশ হবেনা।